প্রথম চৌধুরী

রচনাবলী

১ম খণ্ড

প্রথমা

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথন ৯

তেল, নুন, লকড়ি ৫১
তেল, নুন, লকড়ি ৫৩

নানা–কথা ৭৩
বঙ্গভাষা বনাম বাবু–বাংলা ওরফে সাধু ভাষা ৭৫
সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা ৮৮
বাংলা ব্যাকরণ ৯৬
সনেট কেন চতুর্দশপদী ১০১
ব্রাহ্মণ মহাসভা ১০৪
সবুজ পত্রে–র মুখপত্র ১১২
সাহিত্য সম্মিলন ১১৮
ভারতবর্ষের ঐক্য ১২৯
ইউরোপে কুরুক্ষেত্র ১৩৯
বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ ১৪৬
নূতন ও পুরাতন ১৫৬
বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কী ১৬৮
অভিভাষণ ১৭৮
বর্তমান বঙ্গসাহিত্য ১৯৮
অলঙ্কারের সূত্রপাত ২০৭
আর্যধর্মের সহিত বাহ্যধর্মের যোগাযোগ ২১৯
আর্যসভ্যতার সহিত বঙ্গ–সভ্যতার যোগাযোগ ২২৮
ফরাসি সাহিত্যের বর্ণ পরিচয় ২৩২
সালতামামি ২৪৮
প্রাণের কথা ২৫৩

বীরবলের হালখাতা ২৫৯
হালখাতা ২৬১
কথার কথা ২৬৫
আমরা ও তোমরা ২৭০
খেয়ালখাতা ২৭৩
মলাট সমালোচনা ২৭৭
সাহিত্যে চাবুক ২৮৬
তরজমা ২৯৩

বইয়ের ব্যাবসা ৩০১
বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ ৩০৮
নোবেল প্রাইজ ৩১৬
সবুজ পত্র ৩১৯
বীরবলের চিঠি ৩২২
যৌবনে দাও রাজটিকা ৩২৬
ইতিমধ্যে ৩৩৩
বর্ষার কথা ৩৩৮
পত্র ১ ৩৪৩
কৈফিয়ত ৩৪৯
নারীর পত্র ৩৫৪
নারীর পত্রের উত্তর ৩৬৩
চুট্‌কি ৩৬৯
সাহিত্যে খেলা ৩৭৫
শিক্ষার নব আদর্শ ৩৮০
কনগ্রেসের আইডিয়াল ৩৮৪
পত্র ২ ৩৮৭
প্রত্নতত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস ৩৯১
টীকা ও টিপ্পনী ৩৯৫
শিশু সাহিত্য ৩৯৯
সুরের কথা ৪০৩
রূপের কথা ৪০৯
ফাল্গুন ৪১৮

আমাদের শিক্ষা
বাংলার ভবিষ্যৎ ৪২৫
বই পড়া ৪৪৩
আমাদের শিক্ষা ৪৫৬
আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবনসমস্যা ৪৬২
নব-বিদ্যালয় ৪৭৯
নব-বিদ্যালয় (২) ৪৮৭

পরিশিষ্ট ৪৯৭
এক. গ্রন্থ পরিচিতি ৪৯৯
দুই. প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থসূচি ৫০৩
তিন. সবুজ পত্রের সূচিপত্র ৫১০
চার. সংগ্রহ সূত্র ৫২৫
তথ্যসূত্র ৫২৭

প্রাক্‌কথন

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বাংলা সহিত্যে বীরবল নামেই খ্যাত। পুরোনাম প্রমথনাথ চৌধুরী। বাবা জমিদারপুত্র দুর্গাদাস চৌধুরী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর মা মগ্নময়ী চৌধুরী গৃহিণী। পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার বাড়ি। জন্ম ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট, বাবার কর্মস্থল যশোরে। প্রমথ চৌধুরীরা ছিলেন পাঁচ ভাই দুই বোন। তাঁর শিশুকাল কাটে জন্মস্থান যশোরে। শিশু প্রমথ চৌধুরী প্রথমে ভর্তি হন যশোরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে। ভর্তির অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্যালয় ছাড়তে হয় তাঁকে। পাঁচ বছর বয়সে বাবার চাকরির বদলির কারণে যশোর ছেড়ে কৃষ্ণনগর যান। পারিবারিকভাবে কৃষ্ণনগরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠেন। এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষায় হাতেখড়ি। কৃষ্ণনগর এসে প্রথম ভর্তি হন মিশনারি স্কুলে। একই স্কুলে ভর্তি হন তাঁর সেজদা। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে দুই ভাইকেই এই মিশনারি স্কুল ছাড়তে হয়। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথা'য় লিখেছেন :

> কেলাসে কী শেখানো হত তা মনে নেই। বোধ হয় প্রতি হপ্তায় একজন পাদরি এসে আমাদের খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিতেন। মাসখানেক পরে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি শিখেছি। আমি ও সেজদা আদম ও ইভের নাম করতেই তিনি মহা চটে বললেন– ওসব গাঁজাখুরি গল্প তোমাদের শিখতে হবে না। আর কিছু শিখেছ? আমরা বল্লুম পাদরিসাবের কাছে একটি ভজন শিখেছি। বাবা জিজ্ঞেস করলেন কী ভজন? আমরা দু'ভাই মিলে ভজনটি গাইলুম—
>
> বন্যে এল ভেসে গেল, চাষার ডুবলো ধান,
> শালাদের যেমন কর্ম তেমনি শাস্তি দিলেন ভগবান।
>
> এ ভজন শুনে বাবা চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন—তোমাদের স্কুলে আর যেতে হবে না।

এবার ভর্তি হন ব্রজবাবুর স্কুলে। সেখানেও বেশিদিন টিকতে পারলেন না। এরপর আরও দুই/তিন স্কুল ঘুরে ভর্তি হন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। এন্ট্রান্স পরীক্ষার আগেই প্রমথ চৌধুরী অসুস্থ হয়ে পড়েন; এবং বাবা বদলি হন আরায়।

আরায় বাবার কাছে কিছুদিন থেকে সুস্থ হয়ে কলকাতা যান এবং ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। প্রমথ চৌধুরী কলকাতা হেয়ার স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন।

এফ এ ক্লাসে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেসময় আই এ বা ইন্টারমেডিয়েটকে বলা হত এফ এ অর্থাৎ 'ফার্স্ট অব আর্স'। প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বছর পড়ে কৃষ্ণনগর ফিরে যান এবং কৃষ্ণনগর কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে (সেকেন্ড ইয়ার) ভর্তি হন। কিছুদিন পর কৃষ্ণনগর ছেড়ে আবার কলকাতা যান। এবার ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। এই কলেজ থেকেই তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ এ পাশ করেন। এফ এ পরীক্ষায় পাশ করে জেভিয়ার্স কলেজেই থার্ড ইয়ারে ভর্তি হন। তখন বি এ প্রথম বর্ষকে 'থার্ড ইয়ার' বলা হত। এখানে এক বছর পড়ে ফোর্থ ইয়ারে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই কলেজ থেকেই তিনি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে বি এ এবং পরের বছর ইংরেজি সাহিত্যে এম-এ পাশ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এম এ পাশ করার পর দুই বছর বেকার জীবন যাপন করেন। এসময় তিনি কিছুদিন সংগীতচর্চা করেন। বেকার জীবন প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'আত্মকথা'য় লিখেছেন:

> এম এ পাশ করবার পর আমি প্রায় দু'বছর বেকার বসেছিলাম। কিছুদিন পর আমি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে State Scholarship নেব কি না, তাই জানবার জন্য একখানি পত্র পাই। এ বৃত্তি তারই প্রাপ্য যার বয়স পঁচিশ বৎসরের কম। আমি উত্তরে লিখি যে, আমার বয়স পঁচিশের দু-এক মাস বেশি। একথা লেখার দরুন রেজিস্ট্রার ম্যান-সাহেব আমার উপর বিরক্ত হন। আমি তাঁর অতিশয় প্রিয় ছাত্র ছিলুম। এর পর বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপালের চাকরি নিতে রাজি কি না জানবার জন্য তিনি আমাকে চিঠি লেখেন। কিন্তু রাজি হইনি। তার কিছুদিন পর তিনি আমাকে কুচবেহার কলেজের প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণের প্রস্তাব করে লেখেন, তার বেতন মাসিক পাঁচশ টাকা। দাদা আমাকে এ চাকরি নিতে পেড়াপিড়ি করেন। কিন্তু আমি ইতস্তত করতে লাগলুম। বাবা তখন কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। দাদা তাঁকে এ প্রস্তাবের কথা বলেন। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার এ চাকরি নিতে আপত্তি কি'? আমি বললুম 'পরের চাকরি করতে আমার মন সরে না'। বাবা বললেন, প্রমথ যখন বিবাহ করেনি, তখন তার অনিচ্ছায় আমি তাকে পরের চাকরি নিতে বাধ্য করতে চাইনে। তাই ম্যান-সাহেবের এ প্রস্তাবও আমি অগ্রাহ্য করলুম।

এই সময় প্রমথ চৌধুরী কিছুদিন একটা অ্যাটর্নি কার্যালয়ে কেরানির চাকরি করেন এবং বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান। এবার ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যাত্রার

পালা। বিলেত যাওয়ার আগেই তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় কৃষ্ণনগরে তাঁদেরই বাড়িতে। তখন তিনি কেবল এফ এ বা আই এ ক্লাসের ছাত্র, আর বয়স ১৮ বছর। প্রমথ চৌধুরীর দাদা স্যার আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪) আর রবীন্দ্রনাথ একই জাহাজে বিলেত যাত্রার প্রাক্কালে এই সাক্ষাৎ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বিলেত না গিয়ে মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন। এরপর আবার রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পেয়েছেন দাদার সুবাদে, নিজেদেরই বাড়িতে। ক্রমে তিনি রবীন্দ্রনাথে কাছে যাওয়ার ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পান। চলে নিয়মিত পত্রযোগাযোগ। তাঁর ভাষায়:

> ইতিমধ্যে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজসাহী যাই। লোকেন পালিত তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সম্ভবত দিন-পনেরো আমরা দু'জনে তাঁর অতিথি হয়ে থাকি।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানান,

> লোকেন পালিত রাজশাহীতে জেলা জজ হইয়া আসিয়াছেন মাত্র একমাস (১১অক্টোবর ১৮৯২), কবি তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের কয়েকদিন বন্ধুর নিকট কাটাইবার জন্য আসিলেন। সঙ্গে আসিয়াছেন প্রমথ চৌধুরী। রাজশাহীতে সেসময়ে কয়েকজন সাহিত্যিক-মনীষীও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে আসাতে লোকেনের বাসায় বেশ একটা সাহিত্য মজলিশ জমিয়া ওঠে।(রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩)।

সঙ্গত কারণে প্রমথ চৌধুরীও সেই সাহিত্যমজলিশের অংশী ছিলেন, এবং তাঁর মননে সাহিত্যভাবনা বাসা বাঁধতে থাকে। এতে মূল অনুপ্রেরণা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং লোকেন্দ্রনাথ পালিতের (১৮৬৫-১৯১৫)।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রমথ চৌধুরী বিলেত যান এবং যথারীতি ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। ব্যারিস্টার হয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তবে তিনি বেশিদিন ব্যারিস্টারি করেননি। এসময় দাদা আশুতোষ চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় তিনি কিছুদিন ফরাসি ভাষা শিক্ষা করেন।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রমথ চৌধুরী জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করেন। ইন্দিরা দেবী (১৮৭৩-১৯৬০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪২-১৯২৩) কন্যা। প্রমথ চৌধুরী বিয়ে করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়োবোন প্রখ্যাত লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীকে। সরলা দেবী সম্মত না হয়ে বরং ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। নিজের বিয়ে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,

> পরের বৎসরের প্রধান ঘটনা আমার বিয়ের সম্বন্ধ। ইতিমধ্যে সরলা দেবী চৌধুরানী একদিন আমাকে বলেন যে, আপনি ইন্দিরা দেবীকে বিবাহের প্রস্তাব করলে তিনি রাজি হবেন। আমি সেই কথা শুনে